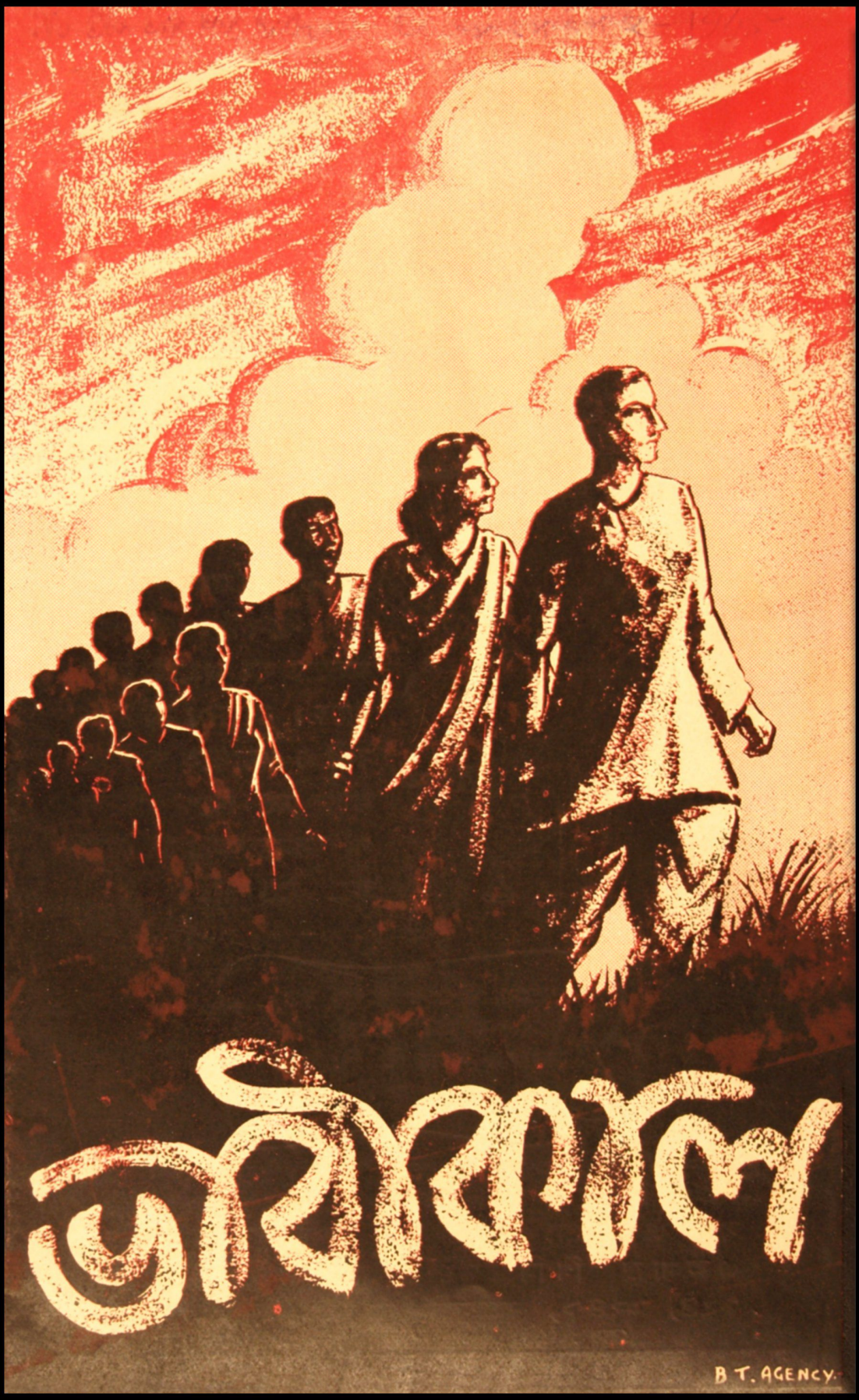

ভাবীকাল
B T. AGENCY.

# অলঙ্কার

বললে মনে আসে দুটী কথা—"জৌলুস" আর "বন্দর"—এম বি সরকারের অনুপম অলঙ্কারে এ দুটী বৈশিষ্ট্যই বর্ত্তমান। প্রত্যেকটি অলঙ্কারই রূপ পরিকল্পনায় খুব উঁচু দরের কারিগরীর কাজ। তাদের জৌলুস ঝলমলে ক'রে ফুটে উঠে যখন মণিরত্নগুলি নিখুঁত করে বসান হয়।

পছন্দসই নানারকম অলঙ্কার সব সময়েই তৈরী থাকে। কাহারও ব্যক্তিগত রুচী ও খেয়ালকে পরিতুষ্ট করার মত বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনায় অলঙ্কারও তৈরী করে দিতে পারি।

পুরানো সোনা ও রূপোর বদলে নূতন অলঙ্কার দেওয়া হয়। মফস্বলের অর্ডার ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয়। মজুরী সুলভ।

## এম বি সরকার এণ্ড সন্স

সন্ এণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট্ বি সরকার

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্ম্মাতা

১২৪, ১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : বি, বি, ১৭৬১ — গ্রাম : [illegible]


কে, বি, পিকচার্সে'র নিবেদন

# ভাবীকাল

রচনা : প্রেমেন্দ্র মিত্র

অবহ-সঙ্গীত : কমল দাশগুপ্ত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

সহযোগী পরিচালক : প্রণব রায় ও মানু সেন

| | | |
|---|---|---|
| চিত্রগ্রহণ | — | অজয় কর |
| শব্দানুলেখন | — | গৌর দাস |
| সম্পাদনা | — | সন্তোষ গাঙ্গুলি |
| চিত্র-পরিস্ফুটন | — | ধীরেন দাসগুপ্ত |
| শিল্প-নির্দ্দেশ | — | বটু সেন |
| তত্ত্বাবধান | — | ফণি বর্ম্মণ |
| ব্যবস্থাপনা | — | সুধীর সরকার |
| স্থির-চিত্রগ্রহনে | — | সত্য সান্যাল |
| সর্ব্বাধ্যক্ষ | — | নরেশ ঘোষ |

## সহকারীবৃন্দ

| | | |
|---|---|---|
| পরিচালনা | — | নীরেন চক্রবর্ত্তী, ফণী গাঙ্গুলী |
| শব্দানুলেখনে | — | সত্যেন ঘোষ |
| চিত্র-গ্রহণে | — | দশরথ |
| সম্পাদনায় | — | নীরেন চক্রবর্ত্তী |
| শিল্প-নির্দ্দেশে | — | সুনীল সরকার |
| আলোক-নিয়ন্ত্রনে | — | প্রমোদ সরকার |
| চিত্র-পরিস্ফুটনে | — | শম্ভু, মজু, সামান্ত, ননী, অমুল্য |
| ব্যবস্থাপনায় | — | সুখেন চক্রবর্ত্তী |

**ভূমিকায় ঃ** চন্দ্রাবতী, দেবী মুখার্জ্জি (এন্. টি), অমর মল্লিক (এন্. টি), সিপ্রা দেবী, ৺রতীন বন্দোপাধ্যায়, মিহির, রবীন, জহর, শ্যাম লাহা, রবি রায়, ফণী রায় (চিত্ররূপা), নরেশ বসু (এন্, টি), হরিধন (এ্যাঃ), নৃপতি, কানু বন্দ্যোঃ (এ্যাঃ), ভানু বন্দোপাধ্যায়, তুলসি, কুমার, বেচু, আশু, কেনারাম, ইরাণী, ন্যাংটেশ্বর, মীরা দত্ত, শ্রীমান শম্ভু।

এসোসিয়েট ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ ] [ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

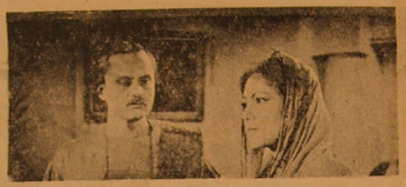

## ( কাহিনী )

জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলায় হেরে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ছোট তরফের শিবনাথ চৌধুরীকে রুগ্না-স্ত্রী এবং শিশু-পুত্রের হাত ধরে পৈতৃক গৃহ ছেড়ে পথে বেরুতে হলো। উদ্দেশ্য, কয়েক ক্রোশ দূরে মধুবনী গ্রামে সামান্য যে জমিজমা অবশিষ্ট আছে, তারই ওপর ভরসা করে, নতুন করে মামলা লড়্বেন। শিবনাথের বয়স তখন তরুণ।

পথে একটা জঙ্গলে শিবনাথের স্ত্রী মায়ার হলো মৃত্যু। শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে মায়া স্বামীর কোলে মাথা রেখে বলে' গেল "কি লাভ আবার সম্পত্তি নিয়ে মারামারি করে? যা গেছে তা যাক্। যদি পার তবে এই খানেই একটা গ্রাম গড়ে তোল, যেখানে হিংসা মারামারি নেই—মানুষ যেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারবে—যেখানে মাথা উঁচু করে তাকাতে ভয় পাবেনা!"

স্ত্রীর এই শেষ কথা তরুণ শিবনাথের মনে জাগাল নতুন উৎসাহ—নতুন আদর্শের প্রেরণা। প্রতাপসিং পরগণার সেই জঙ্গলী তালুক তিনি নিলেন। তারপর সুরু হলো গাছকাটা, ঘরবাঁধা—দেখ্‌তে দেখ্‌তে চমৎকার একটী গ্রাম গড়ে উঠ্‌লো। শিবনাথ তার নাম দিলেন 'মায়াঘাট'। এই বৃহৎ কাজে তাঁর সহায় হলো মাত্র দুটী প্রাণী—একজন আদর্শবাদী গ্রাম্য স্কুল মাষ্টার মনোহর, আর একজন বিশ্বাসী অনুচর সাধন জেলে।

মায়াঘাট গ্রাম পিয়ালী নদীর তীরে। সেথান থেকে অন্য কোন গ্রামে যেতে আসতে হলে, নদীর অনেকথানি বাঁক ঘুরে যেতে হয়। শিবনাথ যাতায়াতের সুবিধার জন্যে দিলেন একটা খাল কেটে।

নতুন খালের পথ দিয়ে মায়াঘাটে এলো বহু নতুন লোক। ভাল যেমন এলো, মন্দও তেমনি এলো। আর এলো মড়ক—মহামারী—অগ্নিকাণ্ড। শুধু মনোহর, সাধন, আর এক তরুণ ডাক্তারের সহায়তায় শিবনাথ মায়াঘাটকে প্রাণপণে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যেদিন শিবনাথের একমাত্র শিশুপুত্র সোমনাথ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছটফট্ করতে লাগলো, সেদিন সকলেরই আত্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে গেল। সবাই বল্লে—"এ দেবতার রোষ! দেবতাকে সন্তুষ্ট না করলে এ গ্রামের কেউ বাঁচবে না—শিবনাথের ছেলেও না।" গ্রামবাসীদের এ অন্ধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে শিবনাথ শুধু বল্লেন—"আমি যদি আমার দেবতার কাছে কোন অপরাধ না করে থাকি—তবে আমার ছেলে কিছুতেই মরতে পারেনা।"

রাত্রি প্রভাতে শিবনাথের ছেলে আশ্চর্য্য ভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। গ্রামে আবার ফিরে এলো সহজ শান্তি।

কিন্তু মড়ক মহামারি বিদায় নিলেও মায়াঘাট গ্রামে তার চেয়েও বিপজ্জনক—তার চেয়েও ভয়ঙ্কর এক গ্রহ দেখা দিল,—সে হচ্ছে কেদার সান্যাল। এই কেদার সান্যাল মুখে অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও অমায়িক হলেও অন্তরে ছিল কুটীলপ্রকৃতি এবং স্বার্থলোভী। সে আদর্শ মানেনা, নীতি মানে না, তার কাছে জন-কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তি-স্বার্থের দাম অনেক বেশী। ফলে কেদার সান্যালের সঙ্গে শিবনাথের সুরু হ'লো মতবিরোধ এবং গোপন দ্বন্দ্ব। কিন্তু প্রত্যেকবারই শিবনাথের ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের কাছে কেদার সন্যাল পরাজিত হ'তে লাগ্‌লো। মায়াঘাটে জলের কল বসানো নিয়ে মিউনিসিপ্যাল সভায় কেদার সান্যালের দল শিবনাথের কাছে শোচনীয় ভাবে হেরে গেল। কেদারের দলে শিবনাথের ছেলে সোমনাথও ছিল। সোমনাথের অপর পক্ষে যোগ দেওয়ার কারণ কেদারের একমাত্র সুন্দরী কন্যা শোভনা। কেদার সোমনাথের এই দুর্ব্বলতা জান্‌তে পেরে সোমনাথের সঙ্গে শোভনার বিয়ে দিয়ে দিল। সোমনাথও পিতার মতের জন্য অপেক্ষা করলো না। কিন্তু পুত্রবধু শোভনা একদিন কেদার এবং সোমনাথকে বিস্মিত করে শিবনাথের কাছে এসে দাঁড়াল। শিবনাথ অত্যন্ত সহজভাবে তাকে গ্রহণ করলেন।

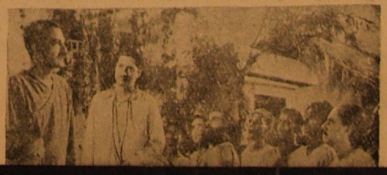

সোমনাথকে পেয়ে কেদারের শক্তি বাড়্লো। শিবনাথের সঙ্গে এবার সে প্রকাশ্যে শত্রুতা সুরু করে দিল। পিয়ালী নদীর খাল কাট্‌বার সময় একটা মোটা টাকার অঙ্ক ঋণ কর্‌তে হয়েছিল। শিবনাথের আশা ছিল এই ঋণ মিউনিসিপ্যালিটি একদিন শোধ করে দেবে। কিন্তু কেদার নিজস্ব দল গড়ে ষড়যন্ত্র করে প্রকাশ্য সভায় এই ঋণের দায় চাপিয়ে দিলেন শিবনাথের স্কন্ধে। শিবনাথ প্রমাণিত হলেন চোর, জোচ্চোর।

সত্য ও ন্যায়ের এতখানি লাঞ্ছনা শিবনাথ সহ্য কর্‌তে পারলেন না মায়াঘাট থেকে তিনি বিদায় নিলেন। যাবার আগে শোভনা তার শিশুপুত্রকে শিবনাথের হাতে তুলে দিয়ে বল্লে,—"আমার ছেলেকে আপনি মানুষ করে তুলুন বাবা!"

ভাবীকালের প্রতিনিধি শশু ইন্দ্রনাথকে নিয়ে শিবনাথ বিদায় নিলেন। এদিকে কেদারের প্রতিপত্তি ও যথেচ্ছাচার ক্রমেই অপ্রতিহত হয়ে উঠ্‌লো। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে তিনি মায়াঘাট মিউনিসিপ্যালিটিকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়াই স্থির কর্‌লেন। নীতিহীন, আদর্শহীন কেদারের কাছে মায়াঘাটের মান-সম্ভ্রমের চেয়ে অর্থ ও কর্তৃত্বের লোভটাই প্রবল হয়ে উঠলো।

এই ব্যাপারে মায়াঘাটের তরুণ-সমিতি রুখে দাঁড়াল। জানাতে চেষ্টা কর্‌লো প্রবল প্রতিবাদ। কিন্তু কেদারের ভাড়াটে গুণ্ডার দল দল তাদের মুখ বন্ধ করে। এমনকি একদা রাত্রে সেই গুণ্ডার দল কেদারের নির্দ্দেশে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী "ভারতজ্যোতি" পত্রিকার প্রেস ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। সোমনাথ তখন কেদারের হাতের পুতুল মাত্র। প্রতিবাদের কোন শক্তি তার নেই।

মায়াঘাটের এমনি যখন অবস্থা তখন, শোভনা গেল শিবনাথকে ফিরিয়ে আন্‌তে। শিবনাথ তখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তবু আজকের দিনে এই আদর্শভ্রষ্ট নীতিহীন মায়াঘাটকে শিবনাথ ছাড়া আর কে বাঁচাবে—কে জাগাবে? শোভনার সঙ্গে শিবনাথ যখন মায়াঘাটে এসে পৌঁছিলেন, তখন কেদারের গুণ্ডার দল টাউনহলে যাবার রাস্তা আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে লাঠি নিয়ে। সেইদিনই টাউনহলে মিউনিসিপ্যালিটির সভায় কেদারের প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবার কথা।

শিবনাথ বল্‌লেন,—পথ ছাড়ো, আর সময় নেই।

গুণ্ডার দল বলে,—না, আর এগুবেন না।

শিবনাথ বলেন,—আমাকে যেতেই হবে।

গুণ্ডার দল বলে—এগোবার হুকুম নেই—আপনার পায়ে পড়্‌ছি, ফিরে যান—নইলে কি হতে কি হয়ে যাবে—

হলোও তাই। চকিতে একটা লাঠি এসে পড়লো শিবনাথের কপালে। মায়াঘাটের জন্মদাতার রক্তধারায় মায়াঘাট নগরের পথধূলি কলঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লো।

তারপর এই কাহিনীর পরিণতি—কেমন করে শেষ পর্য্যন্ত সত্য ও আদর্শের জয় হলো, ভাবীকাল চিত্রে দেখুন।

---

খুশীর হাসি

চন্দস ডেয়ারী

---

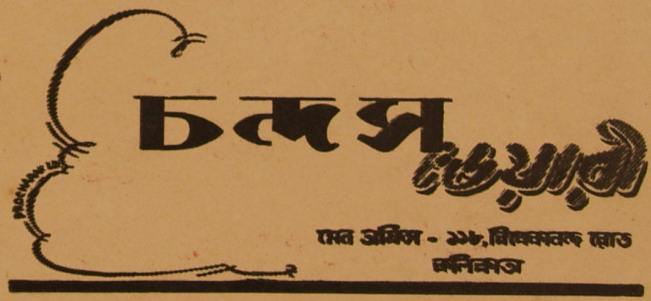

এসোসিয়েটেড্ ডিষ্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত সমস্ত ছবির প্রোগ্রামে যে কোন প্রকার বিজ্ঞাপন বুক্ করিবার একমাত্র অধিকারী

আশা পাব্‌লিসিটি

তারকাগন-কেশে
শ্রীকলগন
নিত্য ব্যবহার করেন!

জেম কেমিক্যাল • কলিকাতা

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্সের তরফ হইতে সম্পাদিত ও ৩২।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি সি. রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।